দৈনিক খবর

তারিখ 13 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

18

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী–

।। ষ্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ১২ই সেপ্টেম্বর।– এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেও প্রায় ২শ' ছাত্র–ছাত্রীকে কুমিল্লা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর দরুন ফেল করার যন্ত্রণায় এক মাস ভুগতে হয়েছে। এদের একজন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। আরেকজন নিখোঁজ ফলাফল শোনার পর থেকে।

বোর্ডের এই গাফলতির জন্যে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

২ এর পাতায় দেখুন

কুমিল্লা শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

ফলাফল তৈরীর ক্ষেত্রে উক্ত গরমিল করা হয়েছে চট্টগ্রামের মিরেরসরাই কেন্দ্রের ৩২টি স্কুলের বেলায়। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে এবং কেন্দ্রগুলোতে যে ফলাফল পাঠানো হয়েছিল তাতে ২শ' ছাত্র–ছাত্রীকে ফেল দেখানো হয়। ফলাফল তালিকায় এদের রোল নম্বর উঠেনি। অথচ গ্রেসমার্ক দিয়ে এদেরকেও পাস করানো হয়েছে। জানা গেছে, গ্রেসমার্ক দিয়ে পাস করানোর বিষয়টি অন্যান্য কেন্দ্রের বেলায় হলেও আলোচ্য কেন্দ্রের ক্ষেত্রে হয়নি। পরবর্তীতে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবকরা খোঁজ নিয়ে উক্ত ব্যতিক্রম ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর নতুনভাবে ফলাফল প্রণয়ন করা হয়।

মিরেরসরাইর একজন ছাত্র ফেল করার গ্লানিতে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। আত্মীয়–স্বজনদের হস্তক্ষেপে সেটা ব্যর্থ হয়। সরকারহাট এনআর হাই স্কুলের ছাত্র নাজিমউদ্দিন ফলাফল শুনে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। তার পিতা একজন সাংবাদিক। নাজিমউদ্দিন গত বৃহস্পতিবার অভিভাবকদের কাছে ফিরে এসে তার পাস করার খবর জানায়। গ্রেসমার্ক নিয়ে পাস করা মিরেরসরাইর ছাত্র–ছাত্রীরা তাদের প্রকৃত ফলাফলের খবর পেয়েছে গত সপ্তাহে। গত মাসের ৯ তারিখে কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়।

কুমিল্লা বোর্ডের এ ধরনের কীর্তিকলাপে মিরেরসরাইর ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ। সংশ্লিষ্ট লোকজনদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন তারা।